A-3480

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর

চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ২০১১
"দ্বিতীয় গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন (রীপ-২)" শীর্ষক প্রকল্পের
নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring)

প্রজেক্ট টীম

১। মিসেস খোদেজা বেগম,
প্রধান, আইএমইডি।

২। মোঃ আব্দুর রউফ,
পরিচালক, আইএমইডি।

৩। মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম,
উপ-পরিচালক, আইএমইডি।

৪। প্রকৌঃ শৈলেন্দ্র নাথ সরকার,
ব্যক্তি পরামর্শক (সিভিল ইঞ্জিঃ), আইএমইডি।

৫। মোঃ মোশাররফ হোসেন খান,
ব্যক্তি পরামর্শক (সোসিও ইকোনমিক স্পেশালিষ্ট)
আইএমইডি।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ
(Executive Summary)

১. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১০-২০১১) এর আওতায় দ্বিতীয় গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ১৮টি জেলার স্কীম সমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে একজন সিনিয়র প্রকৌশলী (সিভিল) এবং একজন সোসিও ইকোনমিক স্পেশালিষ্ট-কে ব্যক্তি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ব্যক্তি পরামর্শক, পুরঃকৌশলী মূলতঃ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের গুণগতমান পরীক্ষা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার উল্লেখ সহ প্রকল্প সুষ্ঠ বাস্তবায়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন। অন্যপক্ষে সোসিও ইকোনমিক স্পেশালিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি প্রভাব ফেলছে সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন। এই কার্যক্রম ৩ মাসে সমাপ্ত করার কথা। চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী ২৭ জানুয়ারী হতে ২৭ মার্চ, ২০১১ এর মধ্যে কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে। কিন্তু কাজের বিস্তৃতি এবং কিছু অনিবার্য কারণবসতঃ নির্ধারিত ৩ মাসের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব হবে না।

২. ব্যক্তি পরামর্শকগণ চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথেই কাজ আরম্ভ করেন এবং আইএমইডি-তে Inception Report দাখিল ও অনুমোদনের পরপরই নির্ধারিত জেলা সমূহে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন। প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম পরিদর্শন শুরু করার পুর্বে এলজিইডি এর প্রধান প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও পরামর্শকগণের সাথে নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রকল্প পরিচালকের অফিস থেকে প্রকল্প ছক (DPP) সহ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

৩. প্রকল্পটি ঢাকা, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাও, দিনাজপুর, চাদঁপুর, কুমিল্লা ও বি.বাড়িয়া জেলাসহ মোট ২৩ টি জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঢাকা বিভাগের ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা বাদে অন্য ১৮টি জেলায় নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪. সংশোধিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পূর্ত কাজের মধ্যে (১) অফিস ভবন ১৩০০০ বর্গমিটার, (২) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন ৮৭৩ কি:মি:, (৩) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ৩৮০ কি:মি:, (৪) উপজেলা ও

ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ৫৪০০ মি:, (৫) ডুবো সড়ক নির্মাণ ৪৮ কি:মি:, (৬) গ্রামীণ সড়ক পুনঃনির্ধারণ ১০০ কি:মি:, (৭) গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ৩১০ মি:, (৮) বৃক্ষরোপন ৫০৫০ কি:মি:, (৯) উপজেলা পর্যায়ে গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ৪ টি, (১০) অন্য গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ৩৪ টি, (১১) গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন ৫৬ টি, (১২) জেটি নির্মাণ ৩ টি, (১৩) ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ ৫৬ টি, (১৪) গ্রোথ সেন্টারে মহিলা সেকশন নির্মাণ ৪৩ টি, (১৫) বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ৩ টি, (১৬) উপজেলা সড়কে সড়ক নিরাপত্তার কাজ ২০৭ কি:মি: এর কাজ বাস্ড়বায়ন করা হবে বলে উল্লেখ আছে। প্রকল্পের বিস্তারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো কাজে নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নিয়োজিত পুরঃকৌশলী (১) উপজেলা/ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, (২৩টি) ১৯২৯ মি:, (২) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (৬৪টি প্যাকেজ) ২৭০.০৮ কি:মি:, (৩) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (১৪টি প্যাকেজ) ৫৩.৬৯ কি:মি:, (৪) উপজেলা পর্যায়ে গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ৭ টি, (৫) গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন ৮ টি, (৬) ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ ৯ টি, (৭) গ্রোথ সেন্টারে মহিলা সেকশন নির্মাণ ৯টি পরিদর্শন করে। পরিদর্শিত কাজ সমূহের গুনগতমান ভাল। তবে ৭৮টি রাস্তার প্যাকেজের মধ্যে সার্বিক গড় অগ্রগতি প্রায় ৭০%। লক্ষ্য করা গেছে প্রায় ৩২% প্যাকেজের কার্যাদেশ মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ উত্তীর্ণ হলেও কাজ এখনো শেষ হয়নি এবং চাদঁপুর জেলায় হাজিগঞ্জ উপজেলার ২টি (ইউনিয়ন সড়ক ১টি ও উপজেলা সড়ক ১টি), রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার ৩টি রাস্তার স্কীম এবং দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় ১টি উপজেলা সড়কের WBM এর কম্পেকশন কম পাওয়া গেছে (CBR 64%75%)। তাছাড়া, বি.বাড়িয়া জেলায় বিজয়নগর উপজেলার ১টি রাস্তায় বিটুমিনের পরিমান ৫.৫ কেজির স্হলে ৪.৫৯ কেজি পাওয়া গেছে।

২. প্রকল্পের ক্রয় বিষয়ক (প্রজেক্ট প্রকিউরমেন্ট) তথ্যাদি পর্যালোচনাকালে ব্যক্তি পরামর্শক পরিদর্শিত প্রতিটি স্কীমের তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা পিপিআর ২০০৩-২০০৮ এর সহিত যাচাই বাছাই করেন। উক্ত যাচাই বাছাইয়ে বড় ধরণের অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়নি। তবে বি.বাড়িয়া জেলায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে বিল প্রদানের সাথে সাথে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি এবং ক্যাশবহিতে দেরীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩. এছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহ জেলায় সদর উপজেলার ২টি রাস্তা, চাদঁপুর জেলায় সদর উপজেলার ২টি রাস্তা, বি.বাড়িয়া জেলায় বিজয়নগর উপজেলার ২টি রাস্তা এবং কুড়িগ্রাম সদরের ২টি রাস্তার জন্য ঠিকাদারের দেয় দর যথাক্রমে ২৪.৯৪% ও ২৪.৬৮%, ৩২.৭৩% ও ২৯.৮২%, ২৬.৫৬% ও ৩২.৫৩% এবং ৩০.৮৬% ও ৪১.১৬% উর্দ্ধদরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী উর্দ্ধদর বলে মনে হয়েছে। এরমধ্যে ময়মনসিংহ জেলার ২টি কাজের একই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান,

মেসার্স এম.আর. ট্রেডিং কোং কাজ শুরু করেন এবং AS ও WBM এর প্রায় সমাপ্ত করেন। এরপর কৃতকাজের বিল ২৫৭.১৭ লক্ষ টাকা ঠিকাদারকে প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ঠিকাদার কাজ বন্ধ করে দেন। উক্ত প্রাক্কলন ২টি পরীক্ষান্তে আরো লক্ষ্য করা যায় যে, প্যাকেজ ২টির AS এবং WBM এর কাজের আইটেমের দেয় দর প্রায় ৪০.০০% উর্দ্ধদরের কাছাকাছি। উল্লেখ্য প্রকল্প পরিচালক উর্দ্ধদরে কার্যাদেশ সম্পর্কে জানান যে ঐগুলো ২০০৬ সনের দর তালিকা মোতাবেক প্রাক্কলন করা হয় এবং ২০০৮-২০০৯ সনে টেন্ডার করা হয় বিধায় উর্দ্ধদর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উক্ত ৮ প্যাকেজের উক্ত দরে চুক্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি ২য় অধ্যায়ে ৩.৩২ অনুচ্ছেদে দেয়া আছে।

৭। পরিদর্শিত দ্বিতীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের স্কীম সমুহের অংগভিত্তিক বিস্তারিত অগ্রগতির বিশ্লেষন ৩য় অধ্যায়ের ৩.৭ অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জেলাওয়ারী বিস্তারিত অগ্রগতির পর্যালোচনা ৩য় অধ্যায়ে ৩.৮ অনুচ্ছেদে, জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে ঠিকাদার এবং প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মন্তব্য সমুহ ৩য় অধ্যায়ে ৩.৬ অনুচ্ছেদে পরিদর্শিত কাজের প্রাপ্ত তথ্যাদি (Findings) পঞ্চম অধ্যায়ে ৫.১ অনুচ্ছেদে এবং সুপারিশমালা (Recommendations) পঞ্চম অধ্যায়ের ৫.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক অংশ ঃ

৮। আর্থ-সামাজিক নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় হতে ডাটা/তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের ৮টি প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়। বিষয়ভিত্তিক ৮টি প্রশ্নামালা যথাক্রমে ঃ (১) পরিবহন; (২) কর্মসংস্হান; (৩) কৃষি; (৪) শিক্ষা; (৫) স্বাস্হ্য; (৬) হাটবাজার/গ্রোথসেন্টার; (৭) উইমেন মার্কেট সেকশন; (৮) এলসিএ সদস্য সংক্রান্ত। এছাড়া পাবলিক কনসালটেশন সভা করে বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার লোকজনের উপর প্রকল্পের প্রভাব সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব মতামত নেয়া হয়।

৯। নির্বাচিত ১৮টি জেলার সর্বাধিক কার্যক্রম (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ড) সম্বলিত ৪২টি উপজেলায় নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য ডাটা/তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত আর্থ-সামাজিক ডাটা প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, সারণিকরণ ও পর্যালোচনা করার পর খাত ভিত্তিক মূল্যায়ন নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

১০। <u>পরিবহনঃ</u>

রাস্তাঘাট উন্নয়ন হওয়ার ফলে প্রকল্প এলাকায় আগের তুলনায় যানবাহন বেশী চলাচল করে। পূর্বে দৈনিক গড়ে ৯৫২ টির পরিবর্তে বর্তমানে গড়ে ১২১৫ টি যানবাহন চলাচল করে। যাতায়াত ব্যয় ও মালামাল পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। যাতায়াত সময় আগের তুলনায় ৫৬.৩৬ লাগে।

১১. কর্মসংস্থান ঃ

প্রকল্প এলাকায় নারী পুরুষ উভয় শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে নারী শ্রমিকরা গৃহকর্ম ছাড়া অন্যান্য কর্মে ৫৮% নিয়োজিত ছিল। বর্তমানে এ সংখ্যা ৮০% -এ উন্নিত হয়েছে। একই কাজে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরি বৈষম্য আছে। নারী শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি ১২১.০০ টাকা এবং পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরী ১৮০.০০ টাকা।

১২. কৃষি ঃ

আগের তুলনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পাউয়ারটিলার ব্যবহার ১০০% -এ উন্নিত হয়েছে। এলাকায় যথাযথ মূল্যে সার পাওয়া যায়। কৃষকের পরিবহন ব্যয় কমেছে। পোলট্রি, হ্যাচারী, ফিসারী ইত্যাদি চাষ ব্যাপক হারে বেড়েছে। গরিব কৃষকের আয় ও ব্যয় উভয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩. শিক্ষা ঃ

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি, উপস্থিতি, নারী শিক্ষার স্তর, ঝরে পড়ার হার ইত্যাদি বিষয়ে পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে স্কুলে গড় ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৫০ জন, বর্তমানে গড় ছাত্র সংখ্যা ২৭৭ জন। পূর্বে মেয়েদের গড় সংখ্যা ছিল ১২৪ জন বর্তমানে গড় সংখ্যা ১৩৮ জন। ঝরে পড়ার হার ৭% হতে ৪% এ হ্রাস পেয়েছে।

১৪. স্বাস্থ্য ঃ

প্রকল্প এলাকায় চিকিৎসা সুবিধা তুলনামূলকভাবে ভাল। এলাকায় হাটবাজারে ঔষধ প্রাপ্তি ও অন্যান্য চিকিৎসা সুবিধা বেড়েছে। টেলিফোন/ মোবাইল করলে প্রয়োজনে এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়। গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা সুবিধা পাওয়াযাচ্ছে বলে উত্তর দাতাগণ জানিয়েছেন। কিছু কিছু এলাকায় নতুন ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে।

১৫. হাটবাজার ও গ্রোথসেন্টার ঃ

হাটবাজার, গ্রোথসেন্টার উন্নয়ন হওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজ লভ্য হয়েছে এবং দামও তুলনামূলকভাবে যথাযথ। আধুনিক পণ্যাদির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে পরিবেশগত উন্নতি হয়েছে। বাজারের ভিতরে দোকান সেড, রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, টয়লেট এবং পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ সব নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। বাজারে যে সকল সেড নির্মাণ করা হয়েছে তার অধিকাংশ ব্যবহার হচ্ছে না বলে প্রতিয়মান হয়। বিশেষ করে মাছের সেড ও মাংসের সেড অনেক স্থানে পরিত্যক্ত থাকে বলে মনে হয়।

উইমেন মার্কেট সেকশন ঃ

১৪ টি উইমেন মার্কেট সেকশন সরেজমিনে পরিদর্শণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩ টি ভাল চলছে, ৫ টি মোটামুটি (এর মধ্যে অনেকে নিয়মিত দোকান খোলে না), ৩ টি মহিলাদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা দোকান পরিচালনা করেন না এবং ৩ টি মার্কেট সেকশন এখনও বরাদ্দ দেয়া হয়নি। উইমেন মার্কেট সেকশন এলাকায় আশানুরূপ সারা জাগাতে সমর্থ হয়েছে এমন বলা যাচ্ছে না। দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য আবেদনযোগ্য মহিলাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা। কিন্তু অবস্থা এখন এমন যে অনেককে ডেকে এনে দোকান বরাদ্দ দেয়া যাচ্ছে না/ দোকান করানো যাচ্ছে না।

এলসিএস (Labor Contracting Society) ঃ

এলাকার দুঃস্থ, নিঃস্ব, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাগণের মধ্য হতে এলসিএস গঠন করা হয়। এরা রাস্তার মাটির কাজ, বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার কাজ করে। দৈনিক মজুরী ৯০ টাকা। এ থেকে ৩৬ টাকা ব্যাঙ্কে রাখতে হয়, আর ৫৪ টাকা হাতে পায়। দুর্মূল্যের বাজারে এ মুজুরী কম বলে তারা মজুরী বৃদ্ধির আবেদন করছে।এলসিএস ব্যবস্থায় গ্রাম্য হতদরিদ্র মহিলাগণ আয় রোজগারের কিছু উপায় খুঁজে পেয়েছে।

পাবলিক কনসালটেশন সভা ঃ

প্রকল্প এলাকার বাড়ীঘরে উন্নয়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এলকাবাসী টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে। অনেকের বাড়ীতে রিংস্লাব- লেট্রিন আছে। এলাকায় খবরের কাগজ পাওয়া যায়। অনেকের বাড়ীতে টিভি আছে। অনেক স্কুলে কম্পিউটার আছে । আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি। এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। বেশীরভাব এলাকায় ভিক্ষুকের সংখ্যা খুব কম দেখা যায় । রাস্তার পাশের জমির দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/ অফিস (পিএমও) ঃ

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/ অফিস (পিএমও)-এর উপর প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক (পিডি), উপ প্রকল্প পরিচালক (ডিপিপি) এবং অন্যান্য সহায়ক কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পরামর্শকগণ প্রকল্পের কাজে পিডি- কে সহায়তা প্রদান করেন। ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ এবং রংপুরে প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকী ও মনিটরিং- এর জন্য জোনাল অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এ জোনাল পিএমও- এর দায়িত্বে আছেন একজন ডিপিপি, ২ জন সহকারী প্রকৌশলী ও অন্যান্য কারিগরী কর্মকর্তা। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন এলজিইডি সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী। জেলা পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে তাকে সহায়তার জন্য আছেন একজন সহকারী

প্রকৌশলী, ২ জন উপ- সহকারী প্রকৌশলী, একজন হিসাব রক্ষক ও অন্যান্য সহায়ক স্টাফ। এছাড়া ডিজাইন, সুপারভিশন কনসালটেন্টের আওতায় প্রত্যেক জেলায় একজন ফিল্ড রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আছেন। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২৮৭ জন কর্মকর্তা এবং ৪০৪ জন কর্মচারীসহ মোট ৬৯১ জনবল নিয়োজিত ।

ঘ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা ঃ

প্রকল্প সংশোধন করা হয়েছে। মূল ডিপিপি-র তুলনায় সংশোধিত ডিপিপি-তে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম ৪৭% হ্রাস করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে আর্থ- সামাজিক প্রবৃদ্ধি যে চিত্র মূল ডিপিপি-তে প্রাক্কলন করা হয়েছিল সংশোধিত ডিপিপি-তে সে প্রাক্কলন বহাল থাকার কথা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী ৪৭% হ্রাসের পরও আর্থ- সামাজিক প্রবৃদ্ধির হার সংশোধিত প্রকল্পে একই ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে অফ পেভমেন্ট (মাটির কাজ) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা কর্মসূচীর মাধ্যমে দুস্থ মহিলাদের জন্য ৪৫.৪৭৫ মিলিয়ন জন- মাস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিশেষ করে কৃষি ও অ- কৃষি খাতে ১০৯.৫০ মিলিয়ন জন- মাস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এবং সার্বিক ভাবে প্রকল্প এলাকায় দরিদ্র সীমা ৭% হ্রাস পাবে বলে মূল ডিপিপি-তে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছিল। সংশেধিত ডিপিপি-তে এ লক্ষ্যমাত্রা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ঙ. অগ্রগতি ঃ

সংশোধিত ডিপিপি-র কার্যপরিকল্পনার বিপরীতে মার্চ'২০১১ পর্যন্ত অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে ৬২.৪৭%। এ অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে আর্থ- সামাজিক পরিবর্তন মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা উৎসাহ ব্যঞ্জক। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অবশিষ্ট ৩৭.৫৩% অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে রিইম্বার্সিবল দাবীসমূহ আদায় করা দুরুহ হতে পারে।

৫.২. সুপারিশমালা (Recommendations)ঃ

(ক) পুরকৌশল অংশঃ

১) রাস্তা যথাযথভাবে নির্মাণে যেমন এলাইনমেন্ট সোজা করা এবং পাশ্ব ঢাল ঠিক রাখা ইত্যাদি কাজে যেখানে জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন সেখানে জমি অধিগ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

২) ভবিষ্যত প্রকল্পে দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।প্রয়োজনে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের মূল্যায়ন কার্যে আরো বেশী সতর্ক হতে হবে।

৩) এডিপি-তে আরপি এর বিপরীতে যথেষ্ট পরিমাণ জিওবি বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করা যাচ্ছে।

৪) স্কীম প্রণয়নে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেযার সুপারিশ করা হলো (নালিতাবাড়ী উপজেলার ২টি রাস্তার স্কীম)

৫) ডিপিপি প্রণয়নের প্রাক্কালে জেরঅ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হতে স্কীম তৈরীর যথাযথ তথ্য/উপাত্তের ভিত্তিতে প্রাথমিক প্রাক্কলন সঠিকভাবে করার সুপারিশ করা হলো যাতে প্রকল্প বাস্ত বায়নকালীন সময়ে প্রকল্প ব্রয় বৃদ্ধি না পায়। তাছাড়া উপদেষ্টা সংস্থার তরফ হতে স্কীম প্রণয়নের জন্য যে সকল সার্ভে কাজ সম্পাদন করা হয় তা পূর্বের সরবরাহকৃত তথ্যাদি এবং স্কীম সাইটে অবস্থা পর্যালোচনা করে সঠিক তথ্যের ভিত্তিরত প্রাক্কলন প্রণয়ন করা দরকার।

৬) যে সকল মহিলা মার্কেট সেকশন ও ইউপি ভবন ব্যবহৃত হচ্ছে না সেগুলি সম্পর্কে যথাযথ প্রশাসনিক উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অবিলম্বে চালু করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হলো।

৭) উর্দ্ধদরে যে সমস্ত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে তা চলমান ক্রয় পদ্ধতির সাথে সংগতিপূর্ণ লক্ষ্য করা গেলেও একই সময়ে একই প্রকৃতির কাজে যথেষ্ট স্বাভাবিকউর্দ্ধ দরে চুক্তি স্বাক্ষরিত হযেছে বিধায় বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করে দেখার সুপারিশ করা হলো।

৮) যে সমস্ত কাজে গুণগত মানে ব্যাত্যয় ঘটছে (পৃষ্ঠা নং-২৩,অনুচ্ছেদ ৩-৪) যেমন কমপেকশন কম, এর পুরুত্ব কম, বিটুমিনের পরিমান কম ইত্যাদি সেগুলোর তদন্তে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৯) ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রণয়ন কালে মাঠ পর্য্যায় থেকে আরও বিস্তারিত তথ্য উপাক্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে যাতে নির্মাণ কাজে পরিমাপ / ভ্যারিয়েশন জটিলতা পরিহার করা যায়।

১০) সড়কের পাশে পুকুর/খাল খননে যথেষ্ট পরিমান 'বার্ম' রাখতে হবে যাতে নির্মিত খাল/পুকুর সড়কের পার্শ্ব ঢালের কোন ক্ষতি না করে। এ বিষয়ে সরকারী নির্দেশনা জারী করা যেতে পারে।

১১) খাদ্য নিরাপত্তা বিবেচনায় জমি অধিগ্রহণ যথা সম্ভব পরিহার করতে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়কের বাঁক সোজা বা ব্রীজ এপ্রোচ নির্মাণের প্রয়োনে অত্যাবশ্যকীয় জমি অধিগ্রহন করা যেতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে জমির মালিককে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১২) স্কীম বাস্তবায়ন কালে উদ্ভূত সমস্যা ত্বরিৎ সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেয়ার সুপারিশ করা হলো।

১৩) নির্মাণ মৌসুমে বাংলাদেশ হতে ইট রপ্তানীর বিষয়টি সতর্কতার সহিত বিবেচনার সুপারিশ করা হলো।

১৪) নির্মাণ সামগ্রীর দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলে (১০% এর চেয়ে বেশী) বাজার দরের সহিত সামঞ্জস্য রেখে প্রাইস এস্কালেশন প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৫) অন্যান্য প্রকৌশল বিভাগর সহিত যেমনঃ সড়ক ও জনপথ এর সহিত সামঞ্জস্য রেখে বড় সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাক্কলনে "এলিড আইটেম" (যেমন অস্হায়ী অফিস নির্মাণ, পানি সেচ, আর্টিফিসিয়াল আইল্যান্ড নির্মাণ, বিকল্প রাস্তা নির্মান ইত্যাদি) এর ব্যবস্হা রাখা যেতে পারে।